

আজকের বিষয়

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাংখা

( দ্বিতীয় ভাগ)

১) গ্রিড পদ্ধতি কি?

✓ উত্তর – দক্ষিণে সমান্তর রেখা ও পূর্ব – পশ্চিমে দ্রাঘিমা রেখা গুলির সাহায্যে গ্রিড পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে পৃথিবীতে উপস্থিত যে কোনো স্থানের অবস্থা নির্ভুল ভাবে জানতে পারি।

২) কয়েকটি বিশেষ সমান্তর রেখা ও অক্ষরেখা কে চিহ্নিত করো?

✓ নিরক্ষরেখা (০ ডিগ্রী), কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩ হাফ ডিগ্রী), মকর ক্রান্তি রেখা (২৩ হাফ ডিগ্রী), উত্তর মেরু ও সুমেরু বৃত্ত ( ৬৬ হাফ ডিগ্রী), দক্ষিণ মেরু ও কুমেরু বৃত্ত ( ৬৬ হাফ ডিগ্রী)।

৩) সমান্তররেখার মান কত ধরা হয়?

✓ ০ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী।

৪) কোনো অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে জানা যায়?

✓ অক্ষরেখা ও সমান্তর রেখার সাহায্যে।

৫) পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধ কি?

✓ মূল মধ্য রেখার পূর্বাংশ কে পূর্ব গোলার্ধ বলে এবং পশ্চিম অংশকে পশ্চিম গোলার্ধ বলে।

৬) দ্রাঘিমা রেখা এর অপর নাম কি?

✓ দেশান্তর রেখা

৭) স্থানীয় সময় নির্ধারণে কি ব্যবহার করা হয়?

✓ দ্রাঘিমা রেখা

৮) কিসের মাধ্যমে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা বা দেশান্তর নির্ণয় করা যায়?

✓ ক্রমো মিটার নামক ঘড়ির সাহায্যে।

৯) ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান জানতে হলে কোন দুটি রেখার প্রয়োজন?

✓ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা।

১০) সর্বোচ্চ অক্ষরেখা মান কত?

✓ ৯০ ডিগ্রী উত্তর ও ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণ।

১১) সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা রেখা মান কত?

✓ ১৮০ ডিগ্রী পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রী পশ্চিম।

১২) ভারতীয় প্রমাণ সময় লন্ডনের ও গ্রীনিচ শহরের মধ্যে ব্যবধান কত?

✓ ভারতীয় প্রমাণ সময় লন্ডনের সময় থেকে ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট এগিয়ে।

১৩) আন্তর্জাতিক সময়রেখা হিসাবে কোন সময় কে ধরা হয়?

✓ লন্ডনে উপস্থিত গ্রীনিচ এর সময়কে ( যার উপর দিয়ে চলে গেছে মূলমধ্যরেখা (০ ডিগ্রী)।

# সমাপ্ত

## ধন্যবাদ





